R. N- No, 2532/57 Phone No. RGG, 112 Regd No – WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকমেকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতাপত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭২শ বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯২ সাল
২৭শে নভেম্বর ১৯৮৫ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২'০০ ১৪'০০ সডাক।

পরবাসী সড়ক অফিসের কর্মচারীদের দুর্দ্দশা সীমাহীন

রঘুনাথগঞ্জ : সহকারী বাস্তুকার (সড়ক) রঘুনাথগঞ্জ হাইওয়ে সাবডিভিসনের অফিস ঘর, ষ্টাফ কোয়ার্টার সব কিছুই বিচার বিভাগীয় আদালতের জমির উপরে অবস্থিত। ১৯৪৯ সালে সরকারী খাস জমিতে আদালত প্রাঙ্গণে যখন উক্ত অফিস নির্মিত হয় তখন উভয় বিভাগই ছিল জেলা শাসকের দপ্তরের অধীনস্থ। ফলে কোনরূপ বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু বর্ত্তমানে বিচার ও প্রশাসন বিভাগ পৃথক হওয়ায় যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার ফল "ভোগ" করতে হচ্ছে পরবাসী সহকারী বাস্তুকার (সড়ক) এর কর্মচারীদের ১৭ একর পরিমিত সমগ্র জমিটিই বর্ত্তমানে বিচার বিভাগের কর্তৃত্বাধীন। তার মধ্যে ১৯৪৯ সাল হতে ২ বিঘা পরিমিত জমিতে সড়ক অফিসের অফিস ঘর, মটর গ্যারেজ ও ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মিত র'য়েছে। কিন্তু ঐ জমির মালিকানা অদ্য হস্তান্তরিত হয়নি। বর্ত্তমানে সড়ক বিভাগের অফিস সহ কোয়ার্টারগুলি বহুদিন পূর্ব্বে নির্মিত হওয়ায় জরাজীর্ণ অবস্থা ধারণ করেছে উপরন্তু অফিস কর্মীদের জন্য কোন স্থায়ী ল্যাটরিন কিংবা ল্যাভাটরি আজ পর্য্যন্ত নির্মিত হয়নি। নূতন ভাবে গৃহ নির্মাণ রিপেয়ারিং এবং স্থায়ী ল্যাটরিণ, ল্যাভেটরি নির্মানের কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। কিন্তু বিরোধ দেখা দেয় যে মুহূর্ত্তে সড়ক বিভাগ ঐসব কাজে হাত দেন তখনই। বিচার বিভাগ তার নিজস্ব মালিকানাধীন জমির কোন অংশে কোন প্রকার নূতন গৃহ নির্মাণে বাধা দেয়। ফলে ঐ টাকা ফেরৎ যায়। ফলস্বরূপ দুর্গতির শিকার হলেন কর্ম্মচারীবৃন্দ। বিশেষ করে তিনজন মহিলা কর্মীর দুর্দশা অমানবিক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে ল্যাটরিণ ও ল্যাভেটরির অভাবে। এ ব্যাপারে ফায়সালা করতে দু বিভাগেরই জেলা কর্তৃপক্ষই সরজমিন তদন্তে এসেছিলেন এবং তাঁরা একটি রিপোর্ট কলকাতায় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। বিষয়টি যেহেতু দুইটি পৃথক বিভাগের মধ্যে বিরোধের সেই হেতু সমগ্র বিষয়টি বর্তমানে সচিব পর্য্যায়ে পড়ে র'য়েছে। সরকারী লাল ফিতার বাঁধন কাটিয়ে কবে যে এ ব্যাপারে ফায়শালা হবে কে জানে। সড়ক বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারীদের পক্ষে এক প্রতিনিধিদল রামসেন সেতু উদ্বোধনের দিন পূর্ত্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্ত্তী ও কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এক ডেপুটেশন দেন ও দ্রুত এ ব্যাপারে নিষ্পত্তির আবেদন জানান। তারা দুই মন্ত্রীর কাছেই দাবী করেন হয় ঐ ২ বিঘা জমি সড়ক বিভাগে হস্তান্তরিত হোক নতুবা সড়কবিভাগের জন্য নূতন কোন খাস জমি অধিগৃহীত হোক। তাঁরা আরোও বলেন তাঁরা সরকারী কর্ম্মচারী তাঁদের কর্ম্মস্থলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা সরকারেরই আশু কর্তব্য। কিন্তু ১৯৪৯ সাল হতে ১৯৮৫ সাল পর্য্যন্ত ৩৬ বছরেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ কি তা তাঁরা বুঝতে অক্ষম। অস্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করা যে কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। দুজন মন্ত্রীই এ ব্যাপারে সত্বর ব্যবস্থা বলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু মাসাধিক কাল কেটে গেলেও কোন কিছু প্রচেষ্টা হচ্ছে বলে এখনও জানা যায়নি। কর্ম্মচারীরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। পরবাসীর জ্বালা এই সব কর্মীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। যেসব কর্ম্মচারী জনগণের চলার পথে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে কাজ করছেন তাঁরাই নিজেদের চলার পথে অস্বাচ্ছন্দ্যের বেড়াজালে জড়িয়ে দমবন্ধ অবস্থায় দিন যাপন করছেন।

—•—

পথের আইন পথেই পিষ্ট

ধুলিয়ান :— দেশে রাজনীতির দাপাদাপীতে শুধু জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে তাই নয়, জনজীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রতনপুর ডাকবাংলা থেকে ধুলিয়ান তিন কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তাটি ৩৪ নং জাতীয় সড়কের এক্তিয়ার ভুক্ত এবং জনবসতিপূর্ণ রতনপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। দিবারাত্রি এই রাস্তা দিয়ে অবাধ গতিতে বাস, ট্রাক ঘোড়া গাড়ী রিকসা চলাচল

(জের ৩য় পৃষ্ঠায়)

আদিবাসী হোস্টেল বিশবাঁও জলে

সাগরদীঘি : তপশীলি উপজাতি অধ্যুষিত ৮নং বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। নওপাড়া, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম গুলিতে প্রধান অধিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী। তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখে বামফ্রন্ট সরকার ঠিক করেন আদিবাসী ছেলে মেয়েদের বসবাসের জন্য গ্রাম গুলির মধ্যস্থলে একটি আদিবাসী হোষ্টেল নির্মানের। আদিবাসীরাও আশা করেছিলেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্য

(জের ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৯২

আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ১৯৮৫

বিশ্বের যুবশক্তিকে সুসংহত করিয়া উন্নত বিশ্ব গঠনে নিয়োজিত করিবার শুভ বাসনাকে কেন্দ্র করিয়াই ১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। বিশ্ব-বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুবশক্তির অবক্ষয়ের পর ৩৫/৩৬ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। বিশ্বের নূতন প্রজন্মের শিশুরা আজ যুবকে পরিণত। সেই অপরিমিত যুবশক্তি যাহাতে বিশ্ব গঠনের শুভকার্যে আত্মনিয়োজিত হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ এই চিহ্নিত বর্ষে নানান কার্য্যকলাপের মাধ্যমে যুবকদের মধ্যে একতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব পারস্পারিক সৌহার্দ্দ্য গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যুবশক্তির বিশ্বব্যাপী উত্তরণ। অন্যান্য দেশের সাথে সাথে কয়েকমাস পূর্বে দিল্লীতে আমাদের প্রিয় যুবক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও সেই কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন করিলেন। রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞেরও অনুষ্ঠানের কর্মসূচী লওয়া হইল। পশ্চিমবঙ্গেরও গ্রামে গ্রামে, ব্লকে ব্লকে, শহরে জেলায় রাজ্যস্তরে বিপুল উৎসব উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। শুরু হইল খেলাধুলা, আলোচনা নাটক, আবৃত্তি ও ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। বামফ্রন্ট সরকারের উৎসাহে সল্টলেক হইতে দীঘা পর্য্যন্ত আলোড়ণকারী যুব জনতা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। একটি সংগঠন আবার গঙ্গাবক্ষে সুদীর্ঘ সন্তরণ অভিযান সমাপ্ত করিলেন। কিন্তু বর্তমান বর্ষের শেষ দিগন্তে আসিয়া সেই বিপুল জোয়ারে ভাটার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুবকদের মনে দেখা যাইতেছে সেই একই হতাশার জ্বালা, বেকারত্বের হাহুতাশ। তাহা হইলে কি লাভ হইল এই বিপুল অর্থ ব্যয়ের? যুবশক্তির উত্তরণ হইল কৈ? বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ত্রুটী এই উত্তরণকে বাধা দান করিতেছে তাহা আমাদের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছে। আমরা যতই গাল ভরা বুলি আওড়াই না কেন, যুবশক্তিকে বিপথগামী করিতেছি আমরাই, যাহারা দেশের নেতৃত্বে রহিয়াছি। দেশের যুবশক্তিকে নেতৃত্ব বিপথগামী করিতেছে, নীতিহীনতার পথে চালনা করিতেছে। যুবকদের বেকারত্বের অসহায়তার সুযোগ লইয়া। তাহাদের মনের 'Service hunger' কে আরোও বেশি করিয়া জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে লইয়া নেতৃত্ব পুতুলনাচ নাচাইতেছেন। তাহাদিগকে দিয়া অন্যায় ও নীতিহীন কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। জানিনে তারা নিজদল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থে যুবশক্তিকে ব্যবহার করিতেছেন। ফলে সেই বিপুল শক্তি আত্মিকমূল্য ও নীতিবোধ হারাইয়া উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। আন্তর্জাতিক যুববর্ষের শ্লোগান হইল 'প্রতিটি গৃহই হইবে শিক্ষার আলয়। যুবশক্তির অবক্ষয় রোধ করিতে হইবে।' কিন্তু স্বস্বার্থ, দলের স্বার্থ রক্ষার অশুভ তাগিদে জননেতারা যে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইতেছেন। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক যুববর্ষের সুস্থ জাতিগঠনের, আদর্শ বিশ্বগঠনের প্রতিশ্রুতি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

মহকুমার দেবদেবী

পঞ্চানন পল্লীর রাজরাজেশ্বরী

—অনুপ ঘোষাল

নাটোরের রাণী ভবানী স্বপ্নাদেশ পেলেন, মা দুর্গা রাজরাজেশ্বরী রূপে তাঁর পূজো চান। রাণী বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী, ধর্ম্মপ্রাণা। শাস্ত্রসম্মত রূপের বর্ণনানুসারে স্থানীয় শ্রেষ্ঠ মণিকার দেবদত্ত (মতান্তরে দেবদাস) সাড়ে তিন মণ ওজনের স্বর্ণমূর্তি তৈরীর আদেশ পেল।

১২২০/২২ সালের কথা। যখন টাকায় তিন মণ ধান, সোনার ভরি সাত আট টাকা। অর্থাৎ মূর্তি তৈরীর খরচ তখনকার হিসেবেই লাখ টাকা। শিল্পী কি এত বড় লোভ সামলাতে পারবে? ঠিক হল দেবু স্যাকরাকে সকালবেলা নাটমন্দিরের এক বন্ধ ঘরে এসে ঢুকতে হবে। সন্ধ্যেবেলা প্রতিদিন কাজের শেষে সারা শরীর খুঁজে দেখবে পেয়াদা। তারপর ছুটি। দেবু অপমানিত হল। কিন্তু রাণীর হুকুম অমান্য করে সাধ্য কি? তবু যেভাবে হোক তাকে প্রমাণ করতেই হবে – স্যাকরাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই।

এক বুদ্ধি মাথায় এল। সে রোজ বাড়ি ফিরে সারা রাত জেগে হুবহু একই রকম এক পিতলের (মতান্তরে অষ্ট ধাতুর) মূর্তি তৈরী করতে লাগল। নব্বই দিনে নাটমন্দিরে তৈরী হল মূর্তি (স্যাকরা কি ইচ্ছে করেই বেশী সময় নিয়েছিল?)। আর নিজের বাড়ীতেও ততদিনে তৈরী হয়ে গেছে অবিকল নকল রাজরাজেশ্বরী। একই রকম বেদীর ওপর দুর্গা, অসুর, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। ওজন সাড়ে তিন মণ, সমান সমান।

কিন্তু সে মূর্তি তো নাটমন্দিরের বন্ধ ঘরে বদলে দেয়া যাবে না। পাহারার খুব কড়াকড়ি। স্যাকরা রাতের অন্ধকারে নদীতে ডুবিয়ে রেখে এল নকল ধাতুর মূর্তি। ভোর বেলা রাণীকে এসে বলল, 'মূর্তির কাজ শেষ। এবার নদীতে স্নান করিয়ে এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করুন।'

পাইকপেয়াদা বরকন্দাজের পাহারায় দেবদত্ত মূর্তি নিয়ে চলল নদীতে। এবং নদীতে আসল মূর্তি ডুবিয়ে রেখে সেই হুবহু নকল মূর্তি নিয়ে এল মন্দিরে।

রাণী মূর্তি দেখে খুশি। স্বর্ণকারকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, এত মূল্যবান স্বর্ণমূর্তি যদি স্যাকরা নিজের বাড়িতে তৈরী করত, তা হলে কত সোণাই না চুরি হয়ে যেত প্রতিদিন! নিজের বুদ্ধিকে নিজেই তারিফ করলেন।

শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। চারিদিকে কাশফুল। এমন পূজো তো আসেনি কখনো। এবার যেন নতুন উৎসব। সবাই বললে, 'আহা মায়ের কী রূপ! খাঁটি-সোণায় বলেই না এত জেল্লা!' রাণীর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

স্বর্ণ মূর্তির প্রতিষ্ঠা হবে বোধনের দিন। তার আগের সন্ধ্যায় দেবু স্যাকরা রাণীকে এসে বলল, 'মা কত সোনা চুরি করেছি বলুন তো?'

রাণী ভবানী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। স্যাকরা বলল, 'আপনার সব সোনাই চুরি হয়ে গেছে। এ মূর্তি নকল, পিতলের!।'

(শেষ তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে কলেজ নির্মাণ

ধুলিয়ান : স্থানীয় লায়নস ক্লাবের সম্পাদক দেবেন কুমার জৈন আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানান, এ বৎসরেই তাঁদের সংস্থা ধুলিয়ানে একটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। রতনপুর ডাকবাংলোর কাছে কলেজের জন্য জমি নেওয়ার কথাবার্ত্তাও চলেছে। তাঁরা আরোও ঠিক করেছেন, ধুলিয়ানের নিকটস্থ দুর্গত গ্রামগুলিতে পানীয় জলের অভাব ঘোচাতে বর্তমান বছরে অন্ততঃ পক্ষে চারটি নলকূপ বসানো হবে। এ বছরের জনহিতকর কাজের অঙ্গ হিসাবে তাঁরা গত ৮, এবং ২০ হতে ২৩ অক্টোবর শারদীয় পূজা উপলক্ষে বিনা ব্যয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের আয়োজন করেন তাঁদের ক্লাবের লায়নরা। শ্রীজৈন আরো জানান লায়ন্স ক্লাবের কাজের প্রতি দিন দিন যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে তার প্রমাণ হ'লো গত অক্টোবরে এক ধুলিয়ান শহরেই দশ জন নূতন ভাবে লায়ন হিসাবে যোগ দিয়েছেন।

দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের ডেপুটেশান

ধুলিয়ান : দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের থানা সম্পাদক নন্দলাল সরকার জানাচ্ছেন দোকান কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে জেলার সাতটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা জেলার দোকান কর্মচারী অধিকর্তার নিকট দেখা করে একটি দাবী পত্র জমা দেন গত ৫ নভেম্বর। এর পূর্বে গত ৩০ অক্টোবর দোকান কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও অবস্থার উন্নতির দাবীতে একটি স্মারক পত্র কলকাতাস্থ লেবার কমিশনার ও সামসেরগঞ্জ বি, ডি, ওকে দেওয়া হয়।

মহকুমার দেবদেবী

(দ্বিতীয় পাতার জের)

সবাই আকাশ থেকে পড়ল। সব কাহিনী শুনে রাণী হতবাক। মুগ্ধ হলেন দেবদত্তর সততায়। সোনার মূর্তি ফিরে এল। জমিজিরেত উপহার পেল স্যাকরা।

কিন্তু পিতলের মূর্ত্তি নিয়ে কী হবে ? এ মূর্তির দায়িত্ব নেবে কে ? পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হরি চাটুজ্যে। সেরেস্তার মুন্সী। তিনি বললেন, আমি নিতে পারি দায়িত্ব ! তবে আমি গরীব, যদি রাণীমা ব্যবস্থা করে দেন।

চাটুজ্যে মশাইকে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের কাছে গঙ্গার তীরবর্তী পঞ্চানন পল্লীতে সাড়ে সাতশ বিঘে 'নাখরাজ' (খাজনাহীন) সম্পত্তি সহ মূর্তিটি দান করলেন। পঞ্চাননপল্লী (ইদানীং নাম পাঁচনপাড়া : রঘুনাথগঞ্জ সাগরদীঘি বাস রাস্তায়) তখন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঘন বসতি। শোনা যায় গণকর গ্রামও নাকি পঞ্চানন পল্লীর একটা পাড়া ছিল তখন।

কালক্রমে সেই নকল ধাতুর মূর্তি হয়ে উঠলেন জাগ্রতা। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। হাঁপানি সেরে যায় মার প্রসাদী ফুলে। মার পুজোর তেলপোড়া ঘায়ে অব্যর্থ। আশে পাশের গ্রামের ভক্তবৃন্দ আসতেন দলে দলে। জাগ্রতা মা ভক্তের প্রতি প্রসন্না, আবার পুজোর ত্রুটিতে ভয়ংকরী। জনশ্রুতি আছে, মায়ের কোপে মহামারী শুরু হয় পঞ্চানন পল্লীতে, অত বড় বসতি হয়ে যায় শ্মশান। নির্বাশ হন চাটুজ্যেরা। তার পর তাঁর ভাগিনেয় বংশ মুখার্জী পরিবার লাভ করেন দেবী, এবং সম্পত্তি। শেষ পর্যন্ত তাঁরাও নির্বংশ। এখন পুজোর দায়িত্বে যে তিন শরিক আছেন (পাঁচনপাড়া থেকে মির্জাপুরে পুনর্বসিত পরলোকগত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁরা দেবীকে পেয়েছেন তাঁদের দিদিমার কাছ থেকে। সম্পত্তিও ক্রমশঃ ক্ষয় পেতে পেতে আজ শ'খানেক বিঘায় ঠেকেছে। ইদানীং হয়ত পুজোর ত্রুটি বিচ্যুতি হয় না। অতএব মা প্রসন্না। বর্তমান শরিকরা ভাল আছেন।

পঞ্চানন পল্লী থেকে দেব মির্জাপুরে আসার পর মাহাত্ম্যের প্রচার কমে গেছে। নেই মানসিক পুজোর সেই রমরমা। তবে লোকায়ত বিশ্বাস, মা আজও জাগ্রতা। এখনও তিনি স্বপ্ন দর্শন দেন, বললেন এক শরিকের সহধর্মিনী।

বছর কুড়ি আগের কথা। কয়েকজন দুস্কৃতকারী ঐ মূল্যবান মূর্তিটিকে রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে যায়। সকালে সবাই হতবাক, কিংকর্তব্য বিমূঢ় ! নজরে পড়ল জাগ্রতা দেবীকে যে পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে — সারা রাস্তায় ছড়িয়ে আছে ফুল, হাতের শাখা। শেষে গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে দেখা গেল এক দীঘির জলে কচুরিপানার জঙ্গলের মধ্যেও মায়ের পুজোর ফুল। পানা সরিয়ে এ কি ! জলের রঙ টকটকে লাল (তেল সিঁদুরের রঙ কি ?)। বস্তাবন্দী মূর্ত্তি পাওয়া গেল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়। বস্তার মুখ বাঁধা শক্ত করে। তবু ফুল পড়ল কী করে সারা পথে ? ভক্তদের বিশ্বাস, সব মায়ের মহিমা।

এখনও সারা বছর নিত্য পুজো হয়। দুর্গা পুজোর সময় তো মহা সমারোহ। বলিদান হয়। সন্ধি পুজোর দিন মার সে ভিন্ন রূপ। আজও দর্শনের জন্য ভিড় উপচে পড়ে। হয়ত আবার সেই পঞ্চানন পল্লীর রমরমা ফিরে আসবে মার মাহাত্ম্যেই।

নকল বলেই হয়ত এই দেবী স্বমহিমায় আজ দুশ বছর হতে চলেছে, তবু টিকে আছেন। কিন্তু আসল সোনার মূর্তি ? সে প্রতিমা কি আজও অক্ষত আছে কোথাও ? যার মূল্য এখন প্রায় তিন কোটি টাকা ? এই লেখক তার খোঁজ পায়নি। সে হদিশ দিতে পারবেন হয়ত ঐতিহাসিকেরা।

পথের আইন পথেই পিষ্ট

(১ম পৃষ্ঠার জের)

করে। ফলে দৈনন্দিন পথচারী, ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগী দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ২৪ ঘণ্টার জন্যে যে বিপর্যয় নেমে আসছে. চলাচলকারী যানবাহনের চালকগণ আইন কানুন লঙ্ঘন করে বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালানোর ফলে সর্ব্বক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ডেকে আনছে—তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না। এই অবস্থায় গ্রামবাসীদের দাবি ১) ডাকবাংলা মোড় থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য "স্পীড" দিতে হবে ২) প্রতিটি যানবাহনকে রাত্রে আলো নিয়ে চলাচল করতে হবে। ৩) ডাকবাংলা মোড় থেকে—ধুলিয়ান পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ধুলিয়ান পৌরসভা ও কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতকে আলো দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া প্রচলিত আইনকে অমান্য করে এই সমস্ত যানবাহন সমসেরগঞ্জ পুলিশ ষ্টেশনের সামনে দিয়ে কি করে আলো ব্যতিরেকে যাতায়াত করছে এ প্রশ্নও সকলের। আইন এখন সকলের হাতে। হাতে। পথের আইন পথেই পিষ্ট। এই রাস্তায় যানবাহন চলাচলে এখন একটিই আইন জোর যার মুলুক তার।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টি সহ
বিক্রেতা
টেলিস্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফ্রী সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গীপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি। কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৪

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীসুভাষচন্দ্র চৌধুরী পিতা ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী সাং+পোঃ বহুতালী থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমি গত ৩১/৫/৮৫ তারিখে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅসীমকুমার চৌধুরী মহাশয় বরাবর একখানি আম মোক্তারনামা দলীল জঙ্গিপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে সম্পাদন করিয়াছিলাম। তাহা ১৫/১১/৮৫ হইতে আমি উক্ত দলীলের প্রদত্ত ক্ষমতা বাতিল করিলাম। অদ্য ইং ২০/১১/৮৫ তারিখে বা তৎপরবর্ত্তী তারিখে যদি কেহ আমার কোন সম্পত্তি পুর্ব বর্ণিত আমমোক্তার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত করেন তবে তাহা সর্বস্থানে সর্বতোভাবে বাতিল ও না মঞ্জুর হইবে।

ভবদীয়—
শ্রীসুভাষ চন্দ্র চৌধুরী।
সাং+পোঃ বহুতালী
থানা—সুতী
জেলা—মুর্শিদাবাদ
তাং—২০/১১/৮৫

আদিবাসী হোষ্টেল

(প্রথম পৃষ্ঠার জের)

অসবে, লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু আজও সেই প্রশ্নের টিকিটিও দেখতে না পেয়ে আদিবাসীরা মর্মাহত। সংবাদে আরোও জানা যায়, বেশ কয়েক মাস আগে নাকি ঘর তৈরীর জন্য মঞ্জুর কৃত অর্থ অঞ্চলের নামে বরাদ্দ হ'য়েছে। ২৫০০, টাকার চেকও নাকি ভাঙ্গানো হয়েছে। অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রশ্ন যদি এ কথা সত্য হয় তবে সে টাকার কাজ আজও কেন শুরু হলো না? অধিবাসীদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন একমাত্র অঞ্চলের নির্বাচিত সদস্যরা এবং তা জানার অধিকারও অধিবাসীদের আছে বলে তাঁরা মনে করেন।

মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড

ধুলিয়ান : গত ২রা নভেম্বর মালঞ্চা গ্রামে এক মর্ম্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। খবরে জানা গেছে, ঐদিন ভোরে ভুপেন দাস নামে জনৈক বৃদ্ধ পায়খানা যাওয়ার সময় তার পুত্র জিতেন দাসের হাসুয়ার আঘাতে জখম হয় ও ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পঁয়ষটি বৎসর বয়স্ক ভূপেন দাস গত কয়েক মাস পূর্ব্বে ষোল বছরের এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এই বিয়েকে কেন্দ্র করে পিতা পুত্রের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। আসামী জিতেন দাস এখন পর্যন্ত ফেরার। গ্রামবাসীর অভিযোগ সে নাকি ক্ষমতাশীন দলের ছত্রছায়ায় আশ্রিত।

বিশেষ সুযোগ
শারদীয় উৎসবে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে
'ষ্টীল ফার্ণিচার' দিয়ে ঘর সাজান।
১লা অক্টোবর থেকে দেওয়ালী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টিল ফার্ণিচারে
শতকরা ৫% রিবেট দেওয়া হচ্ছে
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ
সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ঃ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।